প্রথম আলো

তারিখ ২৯ APR 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বাংলাদেশি ছাত্রদের জন্য কঠিন শর্ত আরোপ করেছে অস্ট্রেলিয়া

মোস্তফা কামাল ●

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া যেতে আগ্রহী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কঠিন শর্ত আরোপ করেছে সে দেশের সরকার। কিছু অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অস্ট্রেলিয়া সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এ কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া সরকারের নির্ধারিত মানদণ্ডে বাংলাদেশ একধাপ নিচে নেমে গেছে। বাংলাদেশকে ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রের তালিকায় ফেলা হয়েছে। এতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অস্ট্রেলিয়ার ভিসা পাওয়া কঠিন হবে।

প্রথম আলোর পক্ষ থেকে যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়া সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের দাখিল করা কাগজপত্রে অনেক ভুল তথ্য পাওয়া গেছে। নিজেদের খরচে অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করার অঙ্গীকার করলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থী চাকরি করে পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছেন। বাড়তি কাজ করতে গিয়ে তাঁরা রাত করে বাসায় ফিরছেন এবং নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দিচ্ছেন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা তাঁদের অভিভাবকের ব্যাংক হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ জমা দেখিয়েছেন, পরে তার কোনো ভিত্তি পাওয়া যায়নি। আইএলটিএস সনদ জালিয়াতির অভিযোগের সত্যতাও পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখেছে। এ কারণে বাংলাদেশকে তিন স্তর থেকে চার স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। চার স্তরের অর্থ, সেই রাষ্ট্রকে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় ফেলা হয়েছে।

নতুন শর্ত অনুযায়ী এখন অস্ট্রেলিয়া যেতে আগ্রহী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অভিভাবককে ৫০ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা রয়েছে বলে দেখাতে হবে। ওই অর্থের আয়কর দেওয়া হয়েছে কি না এবং তা বৈধ আয় কি না তাও উল্লেখ করতে হবে। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় স্থানীয় অভিভাবক হিসেবে একজন আত্মীয়ের নাম-ঠিকানা দিতে হবে। ইংরেজি ভাষা ভালো জানতে হবে।

আগের স্তরে ফিরতে চাইলে বাংলাদেশকে কী করতে হবে—এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ই-মেইলে *প্রথম আলোকে* জানান, এ জন্য বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হবে। আগামী কয়েক বছর যদি অস্ট্রেলিয়াগামী বাংলাদেশি ছাত্রদের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম ধরা না পড়ে, তা হলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী সাংবাদিক ফজলুল বারী *প্রথম আলোকে* টেলিফোনে বলেন, নতুন শর্তের কারণে বাংলাদেশি ছাত্রদের অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে আসা কঠিন হবে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশি ছাত্রদের আসার হার কমে গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রের তালিকায় রাখায় বাংলাদেশি ছাত্রদের অনেক ঝক্কি পোহাতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ছাত্ররা টেলিফোনে *প্রথম আলোকে* জানান, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে অস্ট্রেলিয়ায় কমপক্ষে ১০ থেকে ২০ শতাংশ কর্মজীবী চাকরি হারাতে পারেন। ফলে যেসব বাংলাদেশি ছাত্র চাকরি করে পড়াশোনার খরচ জোগাচ্ছেন, তাঁদের কঠিন সমস্যায় পড়তে হবে।